ইলেকশন ফান্ডের জন্য টাকা দেবে না দিল্লি, পালটা কটাক্ষ দিলীপের

কেন্দ্রের কাছে ১৫০০ কোটি চান মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : করোনা প্রতিরোধে এবার নির্দিষ্ট করে ১৫০০ কোটি টাকার প্যাকেজ চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের কাছে এই অর্থ দেওয়ার দাবি করেছেন তিনি। বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যের ভাঁড়া প্রায় শূন্য। লকডাউনের ফলে সবই প্রায় বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য, খাদ্য, আর্থিক ইত্যাদি সব বিষয়ে কেন্দ্রের সহায়তা দেওয়া উচিত। করোনা আক্রান্ত সমস্ত রাজ্যরই এই সহায়তা প্রয়োজন।' তাঁর অভিযোগ, করোনা মোকাবিলায় এখনও কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্য কোনও সাহায্য পায়নি। কিছু চেয়েও কেন্দ্রের কাছে পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, 'আমরা তো কেন্দ্রের কাছ থেকে একটা গ্লাভস কিংবা মাস্ক পাইনি।' প্যাকেজ চেয়ে আবার কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়ার জন্য এদিন মুখ্যসচিব রাজীব সিনহাকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁর এই অভিযোগকে হাতিয়ার করে এদিন আবার মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা তোপ দেগেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রীর সব ব্যাপারে শুধু টাকা চাই। টাকার রাজনীতি ছাড়া কিছুই বোঝেন না উনি। টাকা দিলেই তো উনি দলের নির্বাচনি তহবিলে পাঠাবেন। কেন্দ্র তা দেবে কেন? কেন্দ্র এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করতে চায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে বলুন, তাঁর কী দরকার। ইলেকশন ফান্ডের জন্য কেন্দ্র ওঁকে টাকা দেবে না।' মুখ্যমন্ত্রী এদিন অভিযোগ করেছিলেন, রাজ্যে মাত্র তিনটি কেন্দ্র রয়েছে করোনা পরীক্ষা করার জন্য। বেসরকারি হাসপাতাল বা ল্যাবগুলিকেও কেন্দ্র ছাড়পত্র দেয়নি।

দিলীপ অবশ্য দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে করোনা পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পাঁচটি সেন্টার করেছে। সেখানে কিটের অভাব নেই। কিন্তু সেই সেন্টারগুলি কোথায় কোথায়, তা স্পষ্ট করেননি বিজেপি রাজ্য সভাপতি। আর্থিক প্যাকেজের দাবি অবশ্য প্রথম জানিয়েছিল বিরোধীরা। গত সোমবার নবান্নে সর্বদলীয় বৈঠকে কংগ্রেস এই দাবি তোলে।

মুখ্যমন্ত্রী বারবার আর্জি জানাচ্ছেন, বছরে যে টাকা কেন্দ্র কেটে নেয়, তা আপাতত স্থগিত রাখতে। ওই কেটে নেওয়া অর্থের পরিমাণ বছরে ৫০ হাজার কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, 'দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণার আগে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি। লকডাউন ঘোষণা হয়েছে জাতীয় বিপর্যয় আইন মেনে। সেই আইন মানতে হবে রাজ্যগুলিকেও। আমাদের টাকা নেই, পয়সা নেই, কিন্তু চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, আমজনতা কারও যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে জন্য নানা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

এই পরিস্থিতিতে বেসরকারিভাবে সকলকে আর্থিক সাহায্য করার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'একটা আর্থিক বিপর্যয় চলছে। যতটা পারছি, করছি। ২০০ কোটি টাকার তহবিল গড়েছি। সেটা যথেষ্ট নয়। ইতিমধ্যে করোনা মোকাবিলায় আমরা ২ লক্ষ মাস্ক, ৪ লক্ষ পোশাক, ২০ হাজার থার্মাল গান, ৩০০ ভেন্টিলেটর ইত্যাদি অর্ডার দিয়েছি। এখনও পর্যন্ত যা যা এসেছে, তা বিভিন্ন হাসপাতালকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কর্পোরেট, পাবলিক সেক্টর রয়েছে। এনআরআইরা আছেন। তাঁরা সাহায্য করতে পারেন। এই সাহায্য গ্রহণ করার জন্য স্টেট ইমার্জেন্সি রিলিফ ফান্ড গঠন করা হয়েছে।' এই ফান্ডে টাকা দেওয়ার জন্য তিনি নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বর ও ব্যাংকের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৩১ মার্চের মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি হলে লকডাউনের ক্ষেত্রে আরও কিছু ছাড় দেওয়া হতে পারে। তিনি বলেন, 'এখনই সবটা বলছি না। ১৫ এপ্রিল বাংলা পয়লা বৈশাখ। অনেক রাজ্যে নানা অনুষ্ঠান হয় এটা মাথায় রাখা হচ্ছে। এমন ব্যবস্থা করবেন, যেন করোনা আপনাকে ভয় পায়। বাংলা এ বিষয়ে পথ দেখাবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

স্টেট ইমার্জেন্সি রিলিফ ফান্ডে সাহায্য করুন।

আর্জি কর্পোরেট, পাবলিক সেক্টর ও এনআরআইদের প্রতি।

সাহায্য করতে পারবেন সাধারণ মানুষও।

সাহায্য পাঠাতে হলে যোগাযোগ ঃ সঞ্জয় বনশল, স্বাস্থ্য দপ্তর।
মোবাইল নম্বর ৯০৫১০২২০০০

অনলাইন সাহায্য বা চেক পাঠাতে অ্যাকাউন্ট নম্বর
৬২৮০০৫৫০১৩৩৯, আইএফএসসি কোড ঃ
আইসিআইসি০০০৬২৮০।

করোনার প্রভাব।। শুনসান কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। (ডানদিকে) কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফে রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। ছবি সৌজন্যে : পিটিআই ও রাজীব মণ্ডল।

করোনায় মৃতের সংকারে জমি চিহ্নিত কলকাতায়

কলকাতা, ২৫ মার্চ (সংবাদ) : করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতদের সংকারের জন্য পৃথক জায়গা চিহ্নিত করে দিল কলকাতা পুরসভা। দেহ দাহ করার জন্য ধাপার কাছে একটি জায়গা বাছা হয়েছে। আর কবরস্থান ঠিক করা হয়েছে বাগমারিতে। রাজ্যে এ পর্যন্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে। দমদমের ওই প্রৌঢ়ের মৃতদেহ নেওয়া তাঁর পরিবারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, তাঁর ছেলে বিদেশে। স্ত্রী, মা ও শাশুড়ি বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি ছিলেন। তাঁর এক পরিজনের সন্ধান হাসপাতালের রেজিস্টার থেকে পাওয়া গেলেও তিনি করোনা আক্রান্তের দেহ সংকারের দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সংকার করার জন্য দেহ নিমতলা শ্মশানে নিয়ে গেলে স্থানীয়রা আপত্তি জানান। শেষমেশ পুলিশের হস্তক্ষেপে গভীর রাতে দাহ করা সম্ভব হয়। সেই থেকে রাজ্য সরকার সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে। এমনিতেই করোনায় মৃতের দেহ থেকে সংক্রমণের আশঙ্কায় অনেক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে তবেই বাইরে আনা যায়। দমদমের ওই প্রৌঢ়ের দেহ সেভাবেই প্রথমে খুব সাবধানতার সঙ্গে জীবাণুনাশক তরলে ভিজিয়ে জীবাণুনিরোধক প্যাকেটে, পরে সেটি প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে নিমতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেদিন রাজ্য সরকারও দাহ করতে হিমসিম খায়। সেই সমস্যা থেকেই কলকাতা পুরসভা দাহ ও কবর দেওয়ার জায়গা খুঁজতে শুরু করে।

মসজিদের গেট বন্ধ

কলকাতা, ২৫ মার্চ (সংবাদ) : দরজা বন্ধ হচ্ছে মসজিদের। আপাতত মসজিদে নমাজ পড়া বন্ধ। করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় ভিড় এড়াতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেঙ্গল ইমাম অ্যাসোসিয়েশন। ইমামদের এই সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আপাতত এপ্রিলের ৯ তারিখ পর্যন্ত মসজিদের গেট বন্ধ থাকবে। ইমাম ও কর্মীরা ছাড়া বাইরের কাউকে মসজিদে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ধর্মপ্রাণ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাড়িতেই নমাজ পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদিও জানানো হয়েছে, মসজিদে আজান চালু থাকবে। মসজিদের কর্মীদের নিয়ে ইমাম নমাজ পড়বেন। নাখোদা মসজিদের ইমাম বলেন, 'মানুষ থাকলে তবে ধর্ম। মানুষ না থাকলে ধর্ম থেকে কোনও লাভ হবে না।' বেঙ্গল ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মহম্মদ ইয়াহিয়া জানিয়েছেন, রাজ্যে প্রায় ৪০ হাজার মসজিদ আছে। প্রত্যেক মসজিদেই এই পদক্ষেপ করার জন্য বার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

বেলেঘাটা আইডিতে বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৫ মার্চ (সংবাদ) : নানারকম অব্যবস্থার অভিযোগে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও সুপারের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন শ'দেড়েক নার্স এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রয়োজনীয় এন-৯৫ মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার সহ অনেক কিছু তাঁরা পাচ্ছেন না। দাবি না মানা হলে কর্মবিরতি শুরু করার হুমকিও দিয়েছেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, দিনরাত এক করে এখন কাজ করতে হচ্ছে। আক্রান্তদের কাছাকাছিও যেতে হচ্ছে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেও নিরাপত্তার সরঞ্জাম পাচ্ছেন না তাঁরা। এমনকি হাসপাতালের ক্যান্টিনে ঠিকমতো খাবার ও জল পাওয়া যাচ্ছে না। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালেই করোনার চিকিৎসা চলছে। এই অবস্থায় কর্মী বিক্ষোভ সংকট তৈরি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিউটাউনে করোনা হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : রাজ্যে করোনা চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। মেডিকেল কলেজের পর নিউটাউনের চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের জন্য তৈরি ভবনটিতে চিকিৎসা হবে। সূত্রের খবর, আপাতত এখানে ৫০০ বেড থাকবে। এর আগে বিদেশ থেকে আসা মানুষের জন্য এই হাসপাতালে কোয়ারান্টিন সেন্টার তৈরি করা হয়েছিল। জরুরি পরিস্থিতিতে একে পুরোমাত্রায় করোনা চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হবে। হাসপাতালের সুপার সহ ৩০ জন নার্স, চিকিৎসক, নার্সিং সুপার, ডেপুটি নার্সিং সুপারদের ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। বুধবার পর্যন্ত এখানে ৪০৬৭ জনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাড়িতে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ৩৯৬৯ জনকে। হাসপাতালে ভর্তি ৯৭ জন।

অন্যদিকে, সামাজিক দায়িত্ব পালনে প্রস্তাব দিলেন শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া। পর্যটকদের জন্য রায়চকে তাঁর মালিকানায় যে রিসর্টটি রয়েছে, সেখানে কোয়ারান্টিন সেন্টার গড়ার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাংক একদিন অন্তর

আজ থেকে ডাকঘর খোলা থাকবে

কলকাতা, ২৫ মার্চ : বৃহস্পতিবার থেকে দেশের সমস্ত পোস্ট অফিস খোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। কর্মীদের পক্ষ থেকে ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। করোনা আতঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকদিন আগে সমস্ত পোস্ট অফিস বন্ধের নির্দেশ দেয়। ফলে পোস্ট অফিস থেকে গ্রাহকরা এখন টাকা তুলতে পারছেন না। এই পরিস্থিতিতে ডাকঘর খোলার সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে করছে গ্রাহকরা। সোমবার ২৩ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত পোস্ট অফিসগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। হঠাৎ ডাকঘরগুলি খোলার সিদ্ধান্তে কর্মী ইউনিয়নগুলি আলোচনায় বসছে বলে জানা গিয়েছে। পোস্ট অফিস কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, কলকাতায় তিন-চারটি ডাকঘরে কাজ হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় কিছু পোস্ট অফিস খোলা রয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার থেকে দেশের সমস্ত শাখা খোলা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন দেশজুড়ে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র, তা বুঝে উঠতে পারছেন না কর্মীদের একাংশ।

অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির গ্রামীণ শাখা বৃহস্পতিবার থেকে একদিন অন্তর একদিন খোলা থাকবে। এআইবিওসির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দাস এই খবর জানিয়ে বলেন, রাজ্যের ২৩টি জেলায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ৩৬৪৯টি গ্রামীণ শাখা একদিন ছাড়া খোলা থাকবে। এর ফলে আরও কিছু মানুষ সম্পূর্ণ লকডাউনের আওতায় আসবেন বলে তিনি জানান।

কলকাতায় জীবাণুনাশক স্প্রে পুরসভার উদ্যোগে

কলকাতা, ২৫ মার্চ : কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কলকাতা শহরকে জীবাণুমুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে। অত্যাধুনিক মেশিন দিয়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করার এই কর্মসূচিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কলকাতা পুরসভা। মঙ্গলবারই ওই স্প্রে মেশিনগুলি কলকাতা পুরসভার হাতে আসে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দেন পুরকর্মীরা। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে তো বটেই, হাসপাতালগুলিতেও জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়েছে বুধবার। বিশেষ করে এসএসকেএম এবং এমআর বাঙুর হাসপাতালে এদিন আউটডোর, ইনডোরের পাশাপাশি পুর ক্যাম্পাসে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাস্তা এবং হাসপাতালকে জীবাণুমুক্ত করার এই কর্মসূচি চালু থাকবে।

পুরকর্মীদের পাশাপাশি এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার কাউন্সিলার ও বরো চেয়ারম্যানরা। জলের সঙ্গে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড মিশিয়ে এই জীবাণুনাশক তৈরি করা হচ্ছে। স্প্রে করার জন্য দু-ধরনের মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে। হাসপাতালের ভিতরে ছোট মেশিন দিয়ে স্প্রে চলছে। বড় মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে বাইরের জন্য।

প্রয়াত আলোকচিত্রশিল্পী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ মার্চ : বিশিষ্ট ও বিখ্যাত আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষের জীবনাবসান হয়েছে। বিশ্ববরেণ্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে দু'দশকের বেশি সময় তিনি কাজ করেছেন। প্রয়াত চিত্র পরিচালকের স্মৃতিতে তাঁর অসামান্য গ্রন্থ 'মানিক দা, মেমোরিস অফ সত্যজিৎ রায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ৮৬ বছর বয়সে প্রয়াণ হলেও বিশ্ববরেণ্য এই আলোকচিত্রীর মৃত্যুর খবরে সংশ্লিষ্ট মহলে গভীর শোকের ছায়া নামে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর শোক ব্যক্ত করে বলেন, 'পদ্মশ্রী সহ বহু সম্মানে ভূষিত নিমাই ঘোষের প্রয়াণে ফোটোগ্রাফি জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল।' তিনি তাঁর পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানান। শোকবার্তায় নিমাই ঘোষের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির কথা তুলে ধরেন।

লকডাউন উপেক্ষা ধৃত হাজারের বেশি

কলকাতা, ২৫ মার্চ (সংবাদ) : রাজ্য লকডাউনের আওতায় ছিলই। তা সত্ত্বেও মঙ্গলবার রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারাদেশে ২১ দিনের লকডাউন ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কিত বাঙালি বুধবার সকাল হতেই ভিড় জমায় দোকান-বাজারে। শয়ে শয়ে মানুষ লকডাউনকে উপেক্ষা করে একনিমেষে ভেঙে ফেলল নিয়মের বেড়াজাল। কোথায় তখন হাত ধোয়া আর কোথায় দূরত্ব বজায় রাখার সচেতনতা। কলকাতা সহ রাজ্যজুড়ে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাল মজুত করার হিড়িকে দোকানে-দোকানে উপচে পড়ল ভিড়। বহু দোকানে কিছুক্ষণের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল নিত্যসামগ্রীর। হইহই করে এত মানুষ নেমে পড়ায় শেষমেশ পুলিশকে নামতে হল। কোথাও লাঠিপেটা করে, কোথাও গণ্ডি এঁকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ শুরু করে পুলিশ। বুধবার পর্যন্ত নানা অভিযোগে মোট ১৩০২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৫টা পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছিল ১০০৩ জন। এদের মধ্যে ৬৪০ জনের গ্রেপ্তারের কারণ অভব্য আচরণ। আরও ৬৬২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে লকডাউনের নির্দেশ না মেনে অকারণে ঘোরাঘুরি করার জন্য। এদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। বুধবার দুপুর পর্যন্ত বজবজ থানা এলাকায় ১৭ এবং মহেশতলা থানা এলাকায় ১৩ জন গ্রেপ্তার হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণায় নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকানপাট খোলা রাখার কথা বলা হয়েছিল। তবু চতুর্দিকে ভিড় উপচে পড়ে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে প্রায় কাড়াকাড়ি করে শুরু হয় কেনাকাটা। জগুবাবুর বাজার থেকে শুরু করে বেহালা-কলকাতার সর্বত্র এই ছবি নজরে আসে। পুলিশ বহু জায়গায় লাঠি চালিয়ে ভিড় হটিয়ে দেয়। মানুষকে দূরে দূরে লাইন দিয়ে দাঁড়ানোর জন্য দোকানের সামনে চক দিয়ে গণ্ডি এঁকে দেয়। অপ্রয়োজনে ঘুরেবেড়ানো বহু লোককে বাড়িতে ঢুকতে বাধ্য করে। আবার কালোবাজারির অভিযোগেও পুলিশ সক্রিয় ছিল। দক্ষিণ শহরতলির তারাতলা থানা এলাকায় একটি গাড়িকে দ্রুত গতিতে ছুটতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। তাড়া করে গাড়িটি আটকে পুলিশ ১০ বস্তা আটা উদ্ধার করে। ওই প্রচুর পরিমাণ আটা নিয়ে যাওয়ার কোনও নথি ছিল না গাড়িচালকের হাতে। পরে পুলিশ জানতে পারে, এক ব্যবসায়ীর নির্দেশে ওই আটা যাচ্ছিল ঢাকুরিয়া ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার এক অফিসারের বাড়িতে। পুলিশ আটার বস্তাগুলি বাজেয়াপ্ত করে, গাড়ি ও চালককে আটক করে।

কলকাতা

দেগঙ্গায় বাজারের ভিড় হটাতে পুলিশ লাঠি চালায়। নদিয়ার রানাঘাটেও পুলিশকে লাঠি চালিয়ে ভিড় খালি করতে দেখা যায়। রামপুরহাট ও সিউড়িতে পরিস্থিতি সামলাতে মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করতে মাইকিং করে পুলিশ। অকারণে প্রচুর লোকজন রাস্তাঘাটে বেরিয়ে পড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়।

এভাবে মানুষজনকে হুমড়ি খেয়ে বাজার করতে দেখে উৎকণ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে নিজে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেন, বাজারে সবজিওয়ালাদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কেনার সময় কীভাবে দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ঘোরাঘুরি আটকাতে পুলিশ যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করলেও কোনওভাবে সবজি বা নিত্যপণ্য আটকাবে না বলেও ঘোষণা করে সবাইকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন তিনি। এত করেও লকডাউনের বাংলাকে তেমন বাগে আনা যায়নি। মঙ্গলবার লকডাউন না মানার দায়ে হাজারখানেকেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কলকাতায়।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে উদ্যোগী পুলিশ এক মিটার দূরত্বে চুন দিয়ে দোকানের সামনে ক্রেতা ফের দাঁড়ানোর জন্য সুরক্ষা বৃত্ত এঁকে দেয়। তবে হাওড়ার মন্দিরতলা এলাকায় দোকানদাররা আরও ভালো পদ্ধতি নিয়েছেন। সেখানে দোকানদাররা মালের তালিকা ও ফোন নম্বর নিয়ে ক্রেতাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ব্যাগে মাল ভরে ফোন করে টাকার অঙ্কও জানিয়ে দিচ্ছেন। টাকা নিয়ে এসে কোনও জমায়েত ছাড়াই মালপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছেন ক্রেতা।

ফাঁকা কলকাতার রাস্তা। - পিটিআই

করোনায় আপাতত স্বস্তি পশ্চিমবঙ্গে

৪৬ জনের ফল নেগেটিভ

কলকাতা, ২৫ মার্চ : রাজ্যবাসীর জন্য স্বস্তির খবর। পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আর কোনও করোনা আক্রান্তের খোঁজ মেলেনি। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪৬ জনের লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের কারও দেহেই করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব মেলেনি। দমদমে যে প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছিল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে, তাঁর সহকর্মী প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও তাঁর করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। মৃতের মায়ের রিপোর্টও নেগেটিভ পাওয়া গিয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর। তাঁকে বুধবার বাড়ি ফেরানো হয়েছে। প্রৌঢ়ের সহকর্মীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে তাঁকেও হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

পৃথিবীব্যাপী করোনা আতঙ্ক এবং দেশজোড়া লকডাউনের মধ্যে নিঃসন্দেহে গত ২৪ ঘণ্টার পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য সুখবর। ৪৬ জনেরই লালারসের নমুনা পরীক্ষা করা হয় নাইসেডে। এই নিয়ে রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ১৭৬ জনের লালারসের নমুনা পরীক্ষা হল। তাতে মাত্র ৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব মিলেছে। নতুন করে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ১৮ জনকে। এই নিয়ে আইসোলেশনে থাকা মানুষের সংখ্যা দাঁড়াল ২২৬। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, যত কঠোরভাবে লকডাউন মেনে চলবেন মানুষ, তত লালারসের পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসার সম্ভাবনাই বেশি। আরও ১৪ জনের লালারসের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আজকালের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে নাইসেড সূত্রে খবর।

পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত যে ৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলেরই বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা আগেই বন্ধ করা হয়েছিল। মঙ্গলবার মাঝরাতের পর থেকে সমস্ত উড়ান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন আর বাইরে থেকে এই রাজ্যে কারও আসার উপায় নেই। দু-দিন ধরে ট্রেন যোগাযোগও পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। ফলে ভিন রাজ্য থেকেও নতুন করে কেউ আর আসতে পারছেন না। চিকিৎসকরা মনে করছেন, যে ৯ জন আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের সংস্পর্শে আসার জন্য আর কারও দেহে যদি সংক্রমণ না ছড়ায়, তবে করোনার বিপদ অনেকটাই কমবে।

ইতিপূর্বে বাইরে থেকে এসে অনেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিজেদের বাড়িতে চলে গিয়েছেন। তাঁদের কেউ করোনা ভাইরাস বহন করে এনেছেন কিনা, তা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তর নিশ্চিত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁদের কোনও শারীরিক পরীক্ষাই হয়নি। করোনা ভাইরাসে কেউ আক্রান্ত হলে তার উপসর্গ দেখা দিতে ১৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। ফলে আরও কিছুদিন না গেলে পশ্চিমবঙ্গবাসী পুরোপুরি নিরাপদ বলা যাবে না।

লকডাউন না মেনে তরুণীর অভব্যতা

কলকাতা, ২৫ মার্চ : লকডাউনের নির্দেশকে উপেক্ষা করে রাস্তায়-বাজারে ভিড় করা, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি তো চলছিলই। এবার সমস্ত কিছু ছাপিয়ে গেল কলকাতা লাগোয়া উত্তর বিধাননগর থানা এলাকায় এক তরুণীর চরম অসভ্যতা। সরকারের নির্দেশে লকডাউন বলবতে কড়া নজরদারি করছে পুলিশ। উত্তর বিধাননগর থানা এলাকায় বুধবার যা ঘটেছে, তার নিন্দায় ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়ি আটকানোর কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে এক তরুণী শুধু পুলিশকর্মীদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেননি, এক পুলিশকর্মীকে ধাক্কা দিয়েছেন এবং তাঁর উর্দিতে মুখ লাগিয়ে চেটে দিয়েছেন। তাতে ওই তরুণীর মুখের পানের পিক ছড়িয়ে পড়ে পুলিশকর্মীর উর্দিতে। পুলিশ অবশ্য এরপর আর রেয়াত করেনি। ওই গাড়ির আরোহী তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে চলে গিয়েছে। তরুণীর স্বামী ছাড়াও গাড়িতে ছিলেন তাঁদের চালক। সল্টলেকের রাস্তায় গাড়িটি আটকান পুলিশকর্মীরা। তাঁরা শুধু জানতে চেয়েছিলেন, লকডাউনের মধ্যে কোথায় এবং কেন যাচ্ছেন ওই দম্পতি? তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গাড়ির ভিতর থেকে ওই তরুণী পুলিশকে গালাগাল শুরু করেন বলে অভিযোগ। পরে গাড়ি থেকে নেমে তিনি পুলিশের দিকে তেড়ে যান। সামাজিক দূরত্ব রাখার নির্দেশ মানতে তাঁকে সরে থাকার পরামর্শ দিলেও ওই তরুণী তা শোনেননি। তরুণীর অবশ্য দাবি, তিনি যা করেছেন, বেশ করেছেন। পুলিশ অকারণে তাঁকে হেনস্তা করছিল।

অনুষ্ঠান নানা চ্যানেলে

আর্থ ফ্রম স্পেস দুপুর ১২.৪৮ সোনি বিবিসি আর্থ

ডিডি বাংলা : বেলা ১১.০৫ রক্তঋণ
আকাশ আট : দুপুর ২.০৫ জীবন তৃষ্ণা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুদ আসল
জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩৫ শুভ দৃষ্টি, দুপুর ১২.৫০ নকাব, বিকেল ৪.২৫ দাদাঠাকুর, রাত ৮.০০ প্রতিবাদ, ১১.২৫ চলো পাল্টাই
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ মৌচাক, দুপুর ১২.০০ হানিমুন, বিকেল ৩.০০ সুখ দুঃখের সংসার, সন্ধে ৬.০০ আক্রোশ, রাত ৯.০০ নিমকি ফুলকি
মুভিজ ওকে : সকাল ৯.২৫ বজরঙ্গি ভাইজান, দুপুর ১২.৫০ হঙ্গামা, বিকেল ৩.৫০ প্লেয়ার এক খিলাড়ি, সন্ধে ৬.৫৫ মেরি তাকত মেরা ফয়সলা, রাত ৯.৫০ ভিডেগম
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৪৭ ঘায়েল, বিকেল ৩.২১ মস্তানা, সন্ধে ৬.৫০ আখিয়োঁ সে গোলি মারে, রাত ১০.০৪ আগ
স্টার গোল্ড : সকাল ৯.৫০ কুলি নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১২.১৫ লুকা চুপ্পি, বিকেল ৩.০০ দমদার খিলাড়ি, ৫.৪০ সবসে বড়া ডন, সন্ধে ৭.৫৫ সুপার থার্টি, রাত ১১.২০ প্রেম রতন ধন পায়ো
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৫ গড তুসসি গ্রেট হো, দুপুর ২.৩৬ বাগি, বিকেল ৫.২৩ বেঙ্গল টাইগার, রাত ৮.০০ চেন্নাই এক্সপ্রেস, ১০.৫৬ টেবল নাম্বার ওয়ান
জি সিনেমা : বেলা ১১.২৩ জুদাই, দুপুর ২.৪৩ মণিকর্ণিকা, বিকেল ৫.৪০ লভ অ্যাকশন ধমাকা, রাত ৮.৩০ ভারত, ১১.৫০ এনকাউন্টার ম্যান-টু
এইচবিও : দুপুর ১২.৩৬ অ্যাকুয়াম্যান, বিকেল ৩.০৩ দ্য হার্টব্রেক কিড, ৪.৫৫ স্নেকস অন আ প্লেন, সন্ধে ৬.৪৩ ম্যাড ম্যাক্স : ফিউরি রোড, রাত ৯.০০ গডজিলা : কিং অফ দ্য মনস্টার্স, ১১.৪০ জুল্যান্ডার-টু
স্টার মুভিজ : দুপুর ১২.০৩ অ্যান্ট ম্যান অ্যান্ড দ্য ওয়াসপ, ২.১৯ ক্যাপ্টেন মার্ভেল, বিকেল ৪.৩২ আইস এজ-দ্য মেল্টডাউন, সন্ধে ৬.০৮ কিংসম্যান-দ্য সিক্রেট সার্ভিস, রাত ৮.৫০ ব্ল্যাক প্যান্থার

গডজিলা : কিং অফ দ্য মনস্টার্স রাত ৯টা এইচবিও

ডিডি বাংলা ঃ সকাল ৭.০০ সকাল সকাল (লাইভ ফোন ইন), ৮.০০ স্বর্ণযুগের গান, ১০.৩০ সাঁওতালি অনুষ্ঠান, দুপুর ১২.০০ সংবাদ এক নজরে, ২.০০ সংবাদ, ২.৩০ আজকের রান্না, বিকেল ৩.০২ সুস্বাস্থ্য, ৪.০৫ ছায়াছবির গান, ৪.৩০ কেরিয়ার প্লাস, ৫.১০ ক্যামেরা চলছে, ৫.৩০ কৃষি দর্শন, সন্ধে ৬.০২ ক্লোজ আপ, ৬.৩০ ভজহরির ধাবা, ৭.৩০ এবং রাত ৮.০২ মুশকিল আসান, ৯.০৫ কথায় কথায়, ১০.০০ সংবাদ প্রবাহ